চতুর্থবার্তা

ISSN : 2319 - 1325
ISSUE : XII & XIII
Vol : XVI

সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক গবেষণাধর্মী
বিশেষজ্ঞমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা

বাংলাদেশের সাহিত্য

সম্পাদক ঃ ড. সুধাংশুকুমার সরকার
সহ-সম্পাদক ঃ স্বপনকুমার আশ

চতুর্থবার্তা

(নবম বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা একত্রে)
এপ্রিল, ২০২০ এবং মার্চ, ২০২১

বিশেষ সংখ্যা

বাংলাদেশের সাহিত্য

।। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত (PEER REVIEWED)
গবেষণাধর্মী ষাণ্মাসিক পত্রিকা ।।

সম্পাদক : ড. সুধাংশুকুমার সরকার

সহ-সম্পাদক : স্বপনকুমার আশ

চতুর্থবার্তা

সেলিনা হোসেনের 'নীলময়ূরের যৌবন' : নিম্নবর্গীয় জীবনযন্ত্রণার আখ্যান
মহাদেব মণ্ডল ১৯৭

শহীদুল জহিরের 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' : অবাস্তব-বাস্তবতার রাজনীতি
অনুপম হাসান ২০৫

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস 'জলপুত্র' : জেলে জীবনের বিশ্বস্ত ভুবন
দীপক সাহা ২১৭

হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' : এক স্বতন্ত্র নির্মাণ এবং সমাজভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়ন
গৌতম সরকার ২২৩

আনিসুল হকের 'অন্ধকারের একশ বছর' : আলো বনাম অন্ধকারের লড়াই
নবাব সিরাজ ২৩০

ছোটগল্পকার আবু ইসহাক : জীবন যাপনের আখ্যান
জয় দাস ২৪১

আবু হেনা মোস্তফা কামালের জীবন, সাহিত্যচর্চা ও শিল্পীমানস
কুমার দীপ ২৫৮

আত্মজা একটি করবীগাছ : দেশভাগ ও হৃদয়যন্ত্রণার নির্মম দলিল
নবনীতা বৈদ্য ২৭৬

মাহমুদুল হকের গল্পসংকলন 'প্রতিদিন একটি রুমাল' : প্রয়োজনীয় কিন্তু অপাংক্তেয়
মানিকলাল সাহা ২৮১

মৃত্যুই ধ্রুব জীবনের পরপারে : মৃত্যুর পরই কি আত্মা ধ্রুব হয়ে ওঠে?
সুরেশ মণ্ডল ২৯২

যুগলবন্দি : স্বপ্ন আর চেতনের সমাপতন
দেবব্রত চক্রবর্তী ২৯৮

খোয়াই নদীর বাঁক বদল : স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ভঙ্গের আখ্যান
দুরন্ত মণ্ডল ৩১৫

হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পে মুক্তিযুদ্ধ
সুরজিৎ মণ্ডল ৩২১

কায়েস আহমেদের গল্প : বিপন্ন সময়ের কথা
সুবোধ মণ্ডল ৩২৭

বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের ছোটগল্প : লোকসাংস্কৃতিক অভিক্ষেপ
মোহাম্মদ মেহেদী উল্লাহ ৩৩৩

মুক্তিযুদ্ধের গল্প : একটি নিবিড় আলোচনা
বাসব দাস ৩৫২

ডা. লুৎফর রহমানের জীবন ও সাহিত্য
রবিউল মণ্ডল ৩৫৯

অ্যান্থনী মাসকারেনহাসের "THE RAPE OF BANGLADESH" :
জন্মকালীন বাংলাদেশের যন্ত্রণা গাথা
কুন্তল সিন্হা ৩৬৫

লেখক পরিচিতি ৩৭৫

হুমায়ূন আহমেদের ছোটোগল্পে মুক্তিযুদ্ধ

সুরজিৎ মণ্ডল

পাকিস্তানের আগ্রাসী মনোভাব থেকে মুক্তি পেতে ১৯৭১ এ বাংলাদেশের (পূর্ব-পাকিস্তানের) মুক্তিযুদ্ধের কথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯৭১ এ পাক-বাহিনীর হাতে তিনি নিজেও নির্যাতিত হয়েছেন, বন্দীও হয়েছেন। এমনকি তাকে মারার জন্য গুলিও চালানো হয়। কোন ক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। লেখকের পিতা পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হন। এইসমস্ত ঘটনা তরুণ হুমায়ূন আহমেদের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। 'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র' গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা' অংশে তিনি নিজেই বলেছেন—

> "একদিন খবর এল আমার ভালো মানুষ বাবাকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে। এই খবর পাওয়া মাত্র গ্রামের লোকজন আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমাদের কারণে মিলিটারির কোপানলে তারা পড়তে রাজি নয়। রাতের অন্ধকারে সবাইকে নিয়ে নৌকায় উঠেছি। কোথায় যাব কিছুই জানিনা, আহ্ কি কষ্ট, কি কষ্ট।"[১]

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ বারে বারে উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল- 'শ্যামল ছায়া', 'নির্বাসন', '১৯৭১', 'সৌরভ', 'আগুনের পরশমণি', 'সূর্যের দিন' প্রভৃতি। উপন্যাসগুলিতে রক্তাক্ত সময়ের চিত্র যথার্থ ভাবে ফুটে উঠেছে। এই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল- 'উনিশ শ' একাত্তর', 'জলিল সাহেবের পিটিশন', 'পাপ', 'শীত', 'নন্দিনী', 'জনক' প্রভৃতি। এই গল্পগুলিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত পূর্ববঙ্গের মানুষের মর্মান্তিক যন্ত্রণার কথা নানা ভাবে ফুটে উঠেছে।

'উনিশ শ' একাত্তর' গল্পটি একাত্তরের জ্বলন্ত নিদর্শন। গল্পের প্রথমে দেখা যায় নীলগঞ্জ গ্রামে মিলিটারি প্রবেশ করেছে। গ্রামের অধিকাংশ নারী-পুরুষ প্রাণভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। এই মিলিটারিরা এসেছে মুক্তি বাহিনীকে যোগ্য জবাব দিতে। মেজর সাহেবের নেতৃত্বে সন্ধ্যার আগেই ঢুকে পড়েছে নীলগঞ্জ গ্রামে। তবে পাকিস্তানের প্রতি গ্রামের মানুষদের সমর্থন যে প্রায় নেই তা স্পষ্ট

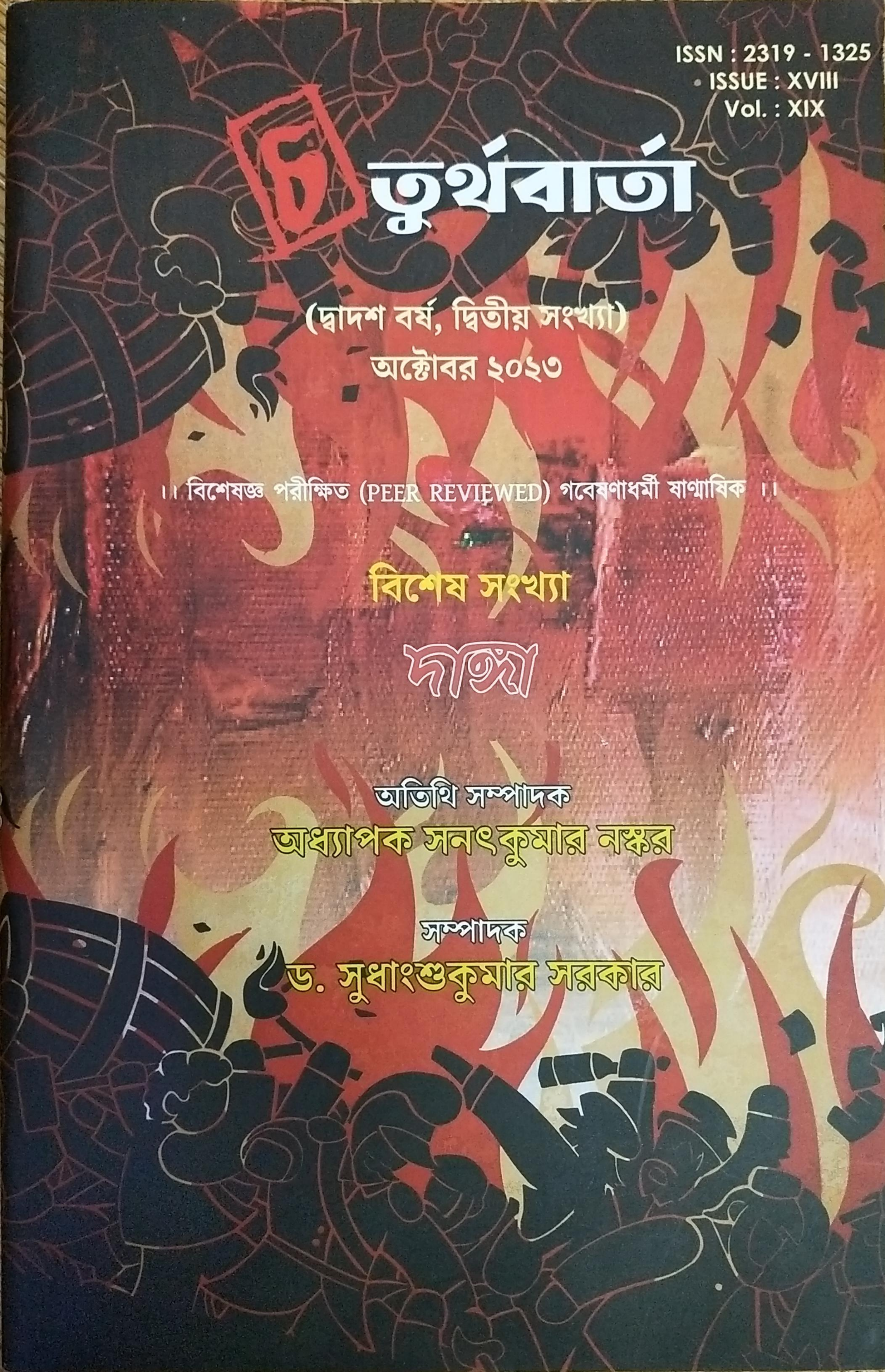

ISSN : 2319 - 1325
ISSUE : XVIII
Vol. : XIX

চতুর্থবার্তা

(দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা)
অক্টোবর ২০২৩

।। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত (PEER REVIEWED) গবেষণাধর্মী ষাণ্মাষিক ।।

বিশেষ সংখ্যা

দাঙ্গা

অতিথি সম্পাদক
অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদক
ড. সুধাংশুকুমার সরকার

চতুর্থবার্তা

(দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা)

অক্টোবর, ২০২৩

।। বিশেষজ্ঞ পরীক্ষিত (PEER REVIEWED) গবেষণাধর্মী ষাণ্মাষিক ।।

বিশেষ সংখ্যা

দাঙ্গা

অতিথি সম্পাদক

অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদক

ড. সুধাংশুকুমার সরকার

চতুর্থবার্তা

(সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী,
বিশেষজ্ঞমণ্ডলী দ্বারা পরীক্ষিত ষাণ্মাষিক পত্রিকা)

প্রকাশ
অক্টোবর, ২০২৩

ISSN 2319 1325

অতিথি সম্পাদক
অধ্যাপক সনৎকুমার নস্কর

সম্পাদক
ড. সুধাংশুকুমার সরকার

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
ড. প্রণব নস্কর

মুদ্রণ
আলফাবিটা ইম্প্রেশন
মহেশতলা, কলকাতা ১৪২

যোগাযোগ
বনছায়া অ্যাপার্টমেন্ট, জি-৩, ১৬ মধুসূদন দাস লেন
পোঃ বি. গার্ডেন, হাওড়া - ৭১১১০৩
মোবাইল - ৬২৯১১৯৮২৪৮
ইমেল : Chaturthabarta2012@gmail.com
Sudhangshusarkar37@gmail.com

মূল্য : ৫০০ টাকা

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় vii

ভূমিকার বদলে ix

দেশ বিভাজনোত্তর পূর্ববঙ্গ, পূর্বপাকিস্তান, বাংলাদেশের দাঙ্গার এক অসম্পূর্ণ কথাবয়ন
আনন্দগোপাল ঘোষ ২৯

বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নেপথ্যে
(সুরঞ্জন দাসের 'Communal Riots in Bengal 1905-1947' অবলম্বনে)
ড. কুন্তল সিনহা ৫৪

'ভাসিয়ে দিয়েছি কপোতাক্ষ জলে': দাঙ্গা ও দেশভাগের যন্ত্রণাবিদ্ধ স্মৃতিচারণ
প্রণব কুমার ভট্টাচার্য ৬৯

নোয়াখালির দাঙ্গা (১৯৪৬) ও গান্ধিজি
ড. বাবুলাল বালা ৯০

মুলাদির ভয়ঙ্কর দাঙ্গা
ড. অরুণকুমার বাড়ৈ ১১০

পদ্মবিলার কাজিয়া ও গুরুচাঁদ ঠাকুর
শ্যামলকান্তি বিশ্বাস ১১৫

কোভিড অতিমারি : এক মুখোশ দাঙ্গা
ড. অসীম মণ্ডল ১১৯

সাহিত্য ও রাজনীতির আলোকে দাঙ্গার একটি পর্যালোচনা
নরেশ দাস ১২৭

কবি জীবনানন্দের ১৯৪৬-৪৭ : দেশ ভাগ ও দাঙ্গার প্রেক্ষিতে
মৃণালচন্দ্র হালদার ১৩৬

১৯৪৬-৪৭ : দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা কবিতা
ড. স্বরাজ কুমার দাশ ১৪১

বিজন ভট্টাচার্যের "লাশ ঘুইর‍্যা যাউক" : দাঙ্গা বিধ্বস্ত কলকাতা ও সম্প্রীতির আখ্যান
দেবরাজ হাওলাদার ১৪৭

হাসান আজিজুল হকের 'আগুনপাখি' : এক দাঙ্গা পীড়িত মায়ের হাহাকার
ড. সুধাংশুকুমার সরকার ১৫৮

সৈয়দ শামসুল হকের *আনারকলি* : দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মনে প্রেমের পরিণতি প্রতিহিংসা
ড. চণ্ডীচরণ মুড়া ১৭১

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' : দাঙ্গার অভিঘাতে খণ্ডিত বাংলা
দুরন্ত মণ্ডল ১৮৭

দাঙ্গা বিধ্বস্ত বাংলাদেশ, উদ্বাস্তু মানুষ ও ত্রস্ত নারী : প্রসঙ্গ 'কেয়াপাতার নৌকো'
ড. মিঠু দেব ১৯৩
জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা': দাঙ্গাবিধ্বস্ত নারীর করুণ কান্না
ড. সুবোধ মণ্ডল ১৯৯
প্রফুল্ল রায়ের উত্তাল সময়ের ইতিকথা :
দাঙ্গা ও দেশ হারানো মানুষের পুনর্বাসনের প্রতিলিপি
ভাস্কর সরকার ২১৪
সেলিনা হোসেনের 'সোনালি ডুমুর' :
দাঙ্গায় তোলপাড় হয়ে যাওয়া জীবনের আখ্যান
নিতাই পাল ২২৬
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উস্তাদ মেহেরা খাঁ' :
প্রসঙ্গ ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সম্পর্কের অবনমন
বাপ্পী বর্মন ২৩৪
প্রাদেশিক উপন্যাসে দাঙ্গার বীভৎস রূপের পরিচয়
ড. তপন কুমার মণ্ডল ২৪১
দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুজীবন ও 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী'
ড. বাকী বিল্লাহ বিকুল ২৫৩
প্রেমের মোড়কে সাম্প্রদায়িকতার আখ্যান :
মীনাক্ষী সেনের ছোটোগল্প 'খুশির আকাশ'
পৌলমী হাজরা ২৭৭
ছেচল্লিশের দাঙ্গায় রক্তাক্ত 'ফিয়ার্স লেন'
রানা সরকার ২৮৩
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নির্বাচিত ছোটোগল্প : দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানসিকতার স্বর
পরেশ চন্দ্র মাহাত ২৯২
ছোটোগল্পকার মান্টো— দাঙ্গা বিধ্বস্ত আত্মার খোদাতালা
ড. মহ. আসফাক আলম ২৯৯
'দুই ঠিকানা' : দেশভাগের ব্যথিত আখ্যান
প্রসেনজিৎ রায় ৩১১
প্রফুল্ল রায়ের ছোটোগল্পে দাঙ্গা
সুরজিৎ মণ্ডল ৩১৮
প্রফুল্ল রায়ের 'ভাগাভাগি': দাঙ্গা পীড়িত মানুষের আখ্যান
গোকুল মণ্ডল ৩২৯
১৯৪৬-৪৭-এর প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সিনেমা
ড. শাওলি মুখোপাধ্যায় ৩৪১

প্রফুল্ল রায়ের ছোটোগল্পে দাঙ্গা

সুরজিৎ মণ্ডল

SACT, বাংলা বিভাগ, স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর

আধুনিক কথাসাহিত্যের ধারায় খ্যাতিমান লেখক প্রফুল্ল রায়। জন্ম অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। তাঁর বয়স তখন ১৩ কিংবা ১৪ বছর। ১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। 'অনুপ্রবেশ' গল্প গ্রন্থের প্রথমেই তিনি লিখেছেন—

> "ছেচল্লিশে অখণ্ড ভারতবর্ষ জুড়ে যে দাঙ্গার আগুন জ্বলেছিল তার মর্মান্তিক স্মৃতি এখনও আমাকে দুঃস্বপ্নের মতো নিয়ত তাড়া করে। সেদিনের সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে নিহত হয়েছিল কয়েক লক্ষ মানুষ। বিনষ্ট হয়েছিল বিপুল সম্পদ।"[১]

লেখকের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্থান লাভ করেছে তাঁর বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হলো— 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী', 'গন্তব্য', 'কিছুক্ষণ', 'চর', 'জনক' প্রভৃতি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে লেখা জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি হলো— 'ভাগাভাগি', 'কেয়াপাতার নৌকা', 'শত ধারায় বয়ে যায়', 'উত্তাল সময়ের ইতিকথা', 'নোনাজল মিঠে মাটি' ইত্যাদি। ছোটোগল্পে দাঙ্গার প্রসঙ্গ নিয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১৯৪৬-এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা অন্যতম গল্প 'ধুন্নিলালের দুই সঙ্গী'। উত্তর বিহারের হেকমপুরা অঞ্চলের কাহিনি এ গল্পে স্থান পেয়েছে। এ গল্পের নায়ক ধুন্নিলাল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মুহূর্তে তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধুর চিত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেকমপুরা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত ও কিছু অচ্ছুৎ ধরনের মানুষ বসবাস করে। সেই সঙ্গে থাকে গরিবের চেয়ে গরিব কুড়ি পঁচিশ ঘর মুসলমান। এই অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ থাকলেও তাদের বসবাস ছিল শান্তিপূর্ণ। দাঙ্গাহাঙ্গামার বালাই নেই। দুনিয়ার সমস্ত কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এদের জীবনধারা। কিন্তু এই শান্তি দীর্ঘদিন বজায় থাকল না। কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং লাহোরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা ছড়িয়ে পড়তেই ক্রমশ চাঞ্চল্যে ও উত্তপ্ত হতে থাকে হেকমপুরা। সে সময়ের চিত্র গল্পকার এভাবে তুলে ধরেছেন—